بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায় ঃ
কিতাবুল ঈমান

৫। আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করালো, হে আল্লাহ্র রাসূল, ঈমান কি? তিনি বললেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশতাকুল, তাঁর (নাযিলকৃত) কিতাব, (আখিরাতে) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান রাখবে এবং পুনরুত্থান দিবসের ওপরও ঈমান আনবে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল, ইসলাম কি? তিনি বললেন, ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করতে থাকবে, কিন্তু তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরজকৃত নামায কায়েম করবে, নির্ধারিত ফরয যাকাত আদায় করবে এবং রমযানে রোযা রাখবে। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল, ইহ্সান কি? তিনি বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে যেন তাঁকে দেখছো; যদি তাঁকে না দেখো তা হলে তিনি তোমাকে দেখছেন (বলে অনুভব করবে)। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল, কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী কিছু জানেন না। তবে আমি তোমাকে তার (কিয়ামতের) কিছু নিদর্শন বলে দিচ্ছিঃ যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে এটা তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি। আর যখন বস্ত্রহীন, জুতাহীন (ব্যক্তি) জনগণের নেতা হবে, এটাও তার একটি নিদর্শন। আর কালো উটের রাখালরা যখন সুউচ্চ দালান-কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে, এটাও তার একটি নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে যে পাঁচটি জিনিষের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ রাখেন, কিয়ামতের জ্ঞান তারই অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নবর্ণিত আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ "আল্লাহ্র নিকটই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে, আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন। কোনো প্রাণীই আগামী কাল কী উপার্জন করবে তা জানেনা এবং কোন যমীনে সে মৃত্যুবরণ করবে তাও জানেনা। বস্তুতঃ আল্লাহ্ই সব জানেন, এবং তিনি সব বিষয়ই ওয়াকিফহাল"- (সুরা লোকমানঃ ৩৪)। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি চলে গেলো। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ঐ লোকটিকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনো। লোকেরা তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে ছুটে গেলো, কিন্তু তাঁরা কিছুই দেখতে পেলনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইনি ছিলেন জিব্রীল (আ); লোকদেরকে তাদের 'দ্বীন' শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر) حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله غير أن في روايته اذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري

৭। 'আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদের) বললেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো। কিন্তু লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করতে সংকোচ বোধ করল। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর হাঁটুর কাছে বসে বললোঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, 'ইসলাম' কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ "তুমি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে,যাকাত আদায় করবে, এবং রমযানের রোযা রাখবে।" সে বললো, আপনি সত্যই বলেছেন। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল, 'ঈমান' কি? তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্তাকুল, তাঁর কিতাব, আখিরাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান রাখবে। মরনের পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি ঈমান রাখবে এবং তাক্দীরের উপরও পূর্ণ ঈমান রাখবে। সে বললো, আপনি সত্যই বলেছেন। এবার সে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'ইহ্সান' কি? তিনি বললেন, "তুমি এমন ভাবে আল্লাহ্কে ভয় করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর যদি তুমি তাঁকে না দেখো, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করো"। সে বললো, আপনি সত্যই বলেছেন। এবার সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক কিছু জ্ঞাত নয়। তবে আমি তার নিদর্শন ও লক্ষন সমূহ তোমাকে বলে দিচ্ছিঃ 'যখন তুমি দেখবে কোনো নারী তার মনিবকে প্রসব করবে' এটা কিয়ামতের একটি নিদর্শন। যখন তুমি দেখবে, জুতা বিহীন, বস্ত্রহীন, বধির ও বোবা পৃথিবীতে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, এটা তার একটি নিদর্শন। আর যখন তুমি দেখবে মেষ চাকররা সুউচ্চ দালান-কোঠা নিয়ে গর্ব করছে, এটাও তার (কিয়ামতের) একটি নিদর্শন। যে পাঁচটি অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া কেউই জানে না, কিয়ামতের জ্ঞান তারই অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর নবী (সা) এ আয়াত পাঠ করলেন "অবশ্যই আল্লাহ্র নিকটই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন। কোনো জীবই আগামী কাল কী উপার্জন করবে তা জানেনা এবং কোন এলাকায় সে মরবে তাও জানেনা " তিনি সূরার শেষ পর্যন্তই পাঠ করলেন। এরপর লোকটি চলে গেলো। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সা) সাহাবাদের বললেন; তোমরা লোকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অথচ অনেক খোঁজা-খুজি করা হলো কিন্তু তাঁরা তাকে আর পেলোনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

ইনি হলেন জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম। যখন তোমরা (আমাকে) কিছুই জিজ্ঞেস করছিলেনা তখন তিনি তোমাদেরকে (দ্বীন) শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।

২২. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ বেহেশতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মালাকদের বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হতে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক (রহ.) শব্দ দু'টির কোনটি এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন] নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় ও ঘন হয়ে গজায়? উহাইব (রহ.) বলেন, 'আমর (রহ.) আমাদের নিকট الْحَيَا এর স্থলে لْحَيَاة এবং خَرْدَل مِنْ إِيمَان এর স্থলে خَرْدَل مِنْ خَيْر বর্ণনা করেছেন। (৪৫৮১, ৪৯১৯,৬৫৬০,৬৫৭৪,৭৪৩৮,৭৪৩৯; মুসলিম ১/৮২ হাঃ ১৮৪) (আ.প্র. ২১, ই.ফা. ২১)

٢٣. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الدِّينَ.

২৪. আব্দুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা আল্লাহর রসূল (ﷺ) এক আনসারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি তাঁর ভাইকে তখন (অধিক) লজ্জা ত্যাগের জন্য নাসীহাত করছিলেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাকে বললেন ঃ ওকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। (৬১১৮; মুসলিম ১/১২ হাঃ ৩৬, আহমাদ ৪৫৫৪) (আ.প্র. ২৩, ই.ফা. ২৩)

١٧/٢ . بَاب: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾

২৫. ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন ঃ আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্র রসূল, আর সলাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্র উপর অর্পিত। (মুসলিম ১/৮ হাঃ ২২) (আ.প্র. ২৪, ই.ফা. ২৪)

١٨/٢ . بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى.

২৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ 'আমলটি উত্তম?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।'* জিজ্ঞেস করা হলো, 'অতঃপর কোন্টি?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা।' প্রশ্ন করা হল, 'অতঃপর কোনটি?' তিনি বললেন ঃ 'মাকবূল হাজ্জ সম্পাদন করা।'' (১৫১৯; মুসলিম ১/৩৬ হাঃ ৮৩) (আ.প্র. ২৫, .ফা. ২৫)

١٩/٢ . بَاب إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلاَمُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلاَمِ أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ.

২৭. সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাঃ) একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ (রাঃ) সেখানে বসেছিলেন। সা'দ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন না। সে ব্যক্তি আমার নিকট তাদের চেয়ে অধিক পছন্দের ছিল। তাই আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন ঃ না, মুসলিম। তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। অতঃপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তা (ব্যক্ত করার) প্রবল ইচ্ছা হলো। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম, আপনি অমুককে দান থেকে বাদ রাখলেন? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন ঃ 'না, মুসলিম?' তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা (ব্যক্ত করার) প্রবল ইচ্ছা হলো। তাই আমি আবার বললাম, আপনি অমুককে দান হতে বাদ রাখলেন? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন ঃ 'না, মুসলিম?' তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা (ব্যক্ত করার) প্রবল ইচ্ছা হলো। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম। আল্লাহর রসূল (সাঃ) পুনরায় সেই একই জবাব দিলেন। তারপর বললেন ঃ 'সা'দ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্যলোক আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয়। তা এ আশঙ্কায় যে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে), আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন।

এ হাদীস ইউনুস, সালিহ, মা'মার এবং যুহরী (রহ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র যুহরী (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন। (১৪৭৮; মুসলিম ১/৬৮ হাঃ ১৫০) (আ.প্র. ২৬, ই.ফা. ২৬)

٢٠/٢. بَاب إِفْشَاءُ السَّلاَمِ مِنَ الإِسْلاَمِ.

২৯. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন ঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের বেশির ভাগই নারীজাতি; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হল, 'তারা কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফরী করে?' তিনি বললেন ঃ 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং অকৃতজ্ঞ হয়।' তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, 'আমি কক্ষণো তোমার নিকট হতে ভালো ব্যবহার পাইনি।' (৪৩১,৭৪৮,১০৫২,৩২০২,৫১৯৭; মুসলিম ৮/১ হাঃ ৮৮৪, আহমাদ ৩০৬৪) (আ.প্র. ২৮,ই.ফা. ২৮)

٢٢/٢. بَاب الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلاَ يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلاَّ بِالشِّرْكِ

৩১. আহনাফ ইব্‌নু কায়স (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (সিফফীনের যুদ্ধে) এ ব্যক্তিকে [আলী (রাঃ)-কে] সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম। আবূ বাক্‌রাহ্ (রাঃ)-এর সঙ্গে আমার দেখা হলে তিনি বললেন ঃ 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, 'আমি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।' তিনি বললেন ঃ 'ফিরে যাও। কারণ আমি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, দু'জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল্! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী অপরাধ? তিনি বললেন, (নিশ্চয়ই) সেও তার সাথীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল।'

(৬৮৭৫, ৭০৮৩; মুসলিম ৫২/৪ হাঃ ২৮৮৮, আহমাদ ২০৪৪৬) (আ.প্র. ২৯, ই.ফা. ২৯)

৩২. 'আবদুল্লাহ্ (ইব্‌নু মাস'উদ) (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করেনি"– (সূরাহ্ আন্'আম ৬/৮২)। এ আয়াত নাযিল হলে আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর সহাবীগণ বললেন, 'আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুল্‌ম করেনি?' তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "নিশ্চয়ই শির্‌ক হচ্ছে অধিকতর যুল্‌ম"– (সূরাহ্ লুকমান ৩১/১৩)। (৩৩৬০ ৩৪২৮, ৩৪২৯, ৪৬২৯, ৪৭৭৬, ৬৯১৮, ৬৯৩৭; মুসলিম ১/৫৬ হাঃ ১২৬, আহমাদ ৪০৩১) (আ.প্র. ৩১, ই.ফা. ৩১)

৩৪. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন ঃ চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে; এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীলভাবে গালাগালি দেয়। শু'বা আ'মাশ (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফইয়ান (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (২৪৫৯,৩১৭৮; মুসলিম ১/২৫ হাঃ ৫৮, আহমাদ ৬৭৮২) (আ.প্র. ৩৩, ই.ফা. ৩৩)

৪৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন ঃ যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও পুণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে এবং যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও পুণ্য বিদ্যমান থাকবে তাকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে এবং যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

আবূ 'আবদুল্লাহ বলেন, আবান (রহ.) বর্ণনা করেছেন, আনাস (রাঃ) হতে এবং তিনি রসুলুল্লাহ (সাঃ) হতে নেকী -এর স্থলে 'ঈমান' শব্দটি রিওয়ায়াত করেছেন। (৪৪৭৬, ৬৫৬৫, ৭৪১০, ৭৪৪০, ৭৫০৯, ৭৫১০, ৭৫১৬; মুসলিম ১/৮৪ হাঃ ১৯৩, আহমাদ ১২১৫৪) (আ.প্র. ৪২, ই.ফা. ৪২)

٤٥. حدثنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

৪৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও পুণ্যের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার অনুগমন করে এবং তার সলাত-ই-জানাযা আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, সে দুই কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হল উহুদ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হবার পূর্বেই চলে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। 'উসমান আল-মুয়ায্‌যিন (রহ.)....আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাঃ) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (১৩২৩, ১৩২৫) (আ.প্র. ৪৫, ই.ফা. ৪৫)

৫২. নু'মান ইব্‌নু বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহ্‌রই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌র যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর। (২০৫১; মুসলিম ২২/২০ হাঃ ১৫৯৯, আহমাদ ১৮৩৯৬, ১৮৪০২) (আ.প্র. ৫০,ই.ফা. ৫০)

৫৬. সা'আদ ইব্‌নু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'তুমি আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশে যা-ই ব্যয় কর না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।' (১২৯৫, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, ৬৩৭৩, ৬৭৩৩; মুসলিম ২৫/১ হাঃ ১৬২৮, আহমাদ ১৫৪৬) (আ.প্র. ৫৪, ই.ফা. ৫৪)

হাদিস নাম্বার	কিতাব	পৃষ্ঠা
৫	মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড	৮৮
৭	মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড	৯০
২২	বুখারি শরীফ ১ম খন্ড	২০
২৪	বুখারি শরীফ ১ম খন্ড	২১
২৫	বুখারি শরীফ ১ম খন্ড	২১
২৬	বুখারি শরীফ ১ম খন্ড	২২
২৭	বুখারি শরীফ ১ম খন্ড	২৩
২৯	বুখারি শরীফ ১ম খন্ড	২৪
৩১	বুখারি শরীফ ১ম খন্ড	২৫
৩২	বুখারি শরীফ ১ম খন্ড	২৬
৩৪	বুখারি শরীফ ১ম খন্ড	২৬
৪৪	বুখারি শরীফ ১ম খন্ড	৩১
৪৭	বুখারি শরীফ ১ম খন্ড	৩৩
৫২	বুখারি শরীফ ১ম খন্ড	৩৬
৫৬	বুখারি শরীফ ১ম খন্ড	৩৯